কালিয়াকৈরে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধ

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 25 November 2026, 09:35 AM | বিভাগ: সারাদেশ



ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা বেতন নির্ধারণের দাবিতে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কালিয়াকৈর। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মৌচাক এলাকায় কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে কোনাবাড়ী ও মৌচাক এলাকায় সেই পুরনো দাবি নিয়ে অশান্ত হয়ে উঠেছে পুরো শিল্প এলাকা। ফলে মহাসড়কে সড়ক বন্ধ থাকায় দুভোর্গ পোহাতে হচ্ছে চলাচলকারীদের। ঘটনাস্থলে পুলিশসহ আইনশৃংখলা বাহিনী সড়ক সচল রাখতে কাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। শ্রমিকেরা নিজ নিজ কারখানায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হঠাৎ করে শ্রমিকেরা মহাসড়কে নেমে অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। মৌচাক এলাকায় লগোস অ্যাপারেলসসহ আশপাশের কয়েকটি কারখানার শ্রমিকেরা মহাসড়কে অবস্থান নিলে দুই পাশে শত শত যানবাহন আটকে যায়। পরে পুলিশ, বিজিবি, আনসার বাহিনী ও এপিবিএন সদস্যরা একসঙ্গে মাঠে নামলে শ্রমিকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করলে কার্যত অচল হয়ে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়ক। উওজেতি শ্রমিকরা মৌচাক লগোজ কারখানা, জনোলরে কারখানা ও

সাদমা কারখানার সামনে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নেয়। পরে সড়কে যানচলাচল বন্ধ হলে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে শ্রমিকদের সাথে ধাওয়া পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় শ্রমিকেরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারসেল ও সাউন্ডগ্রেনেডে নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে শুরু হয় দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ টিয়ারশেল ও গ্রেনেডে নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ,আনসারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। এদিকে কোনাবাড়ি কলেজে গেট এলাকায় এটিএিক্স অ্যাপারেলস লিমিটেড ও লগোস অ্যাপারেলস কারখানাগুলো ছুটি ঘোষণা করা হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, ২৪ নভেম্বের মজুরি নির্ধারণে বোর্ড বসবে। তার আগেই ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা বেতনের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরতে তাঁরা রাস্তায় নেমেছিলেন। মজুরি বোর্ড গঠন করা হলেও তাদের দাবি-দাওয়া ও সমস্যার বিষয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

কালিয়াকৈর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম বলেন, কিছুসংখ্যক লোক ফেসবুকের মাধ্যমে গুজব ছড়ায় যে বিভিন্ন গার্মেন্টেসে ছুটি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা রাস্তায় এসেছেন। এই গুজবে তাঁরা প্রথমে লগোস গার্মেন্টেস থেকে কিছুসংখ্যক শ্রমিক রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ থাকার কারণে তাঁরা দাঁড়াতে পারেননি।পরে খবর পেয়ে তাদের ধাওয়া দিয়ে সড়ক থেকে সড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।